০৬-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার ফগ্(কুহেলিকা) অত্যন্ত বলশালী, এর থেকে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না।

প্রশ্নঃ - এমন কোন্ কর্তব্য মহাবীর বাচ্চারা কার্যে পরিণত করেছে যা শাস্ত্রে তাদের স্মৃতিচিহ্ন রূপে উল্লিখিত আছে ?

উত্তরঃ - মহাবীর বাচ্চারা সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে অচেতনকে সচেতন করে তোলে, এরই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শাস্ত্রে হনুমানের সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে আসা দেখানো হয়েছে। তোমাদের বাচ্চাদের দয়া অনুভব হওয়া উচিত্। যারা সার্ভিস করাকালীন বাবার থেকে বর্সা নিতে নিতে কোনও কারণে বাবার হাত ছেড়ে চলে গেছে, পত্র লিখে তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনো। পত্রের মাধ্যমে জানতে চাও, এমন কি হয়েছে যার জন্য তোমরা পড়া ছেড়ে দিয়েছ ! কেন তোমরা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছ ? যারা অধোগতির দিকে যাচ্ছে তাদের তোমরা বাঁচাও।

গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু .....

ওম্ শান্তি। এটা অতি কমন একটা সঙ্গীত। হে ভগবান, তুমি অন্ধের যষ্ঠি হও; কারণ মানুষ ভক্তিমার্গে অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে হাতড়ে বেরিয়েছে। তবুও তারা বাবাকে পায়নি। আত্মা বলে, হে বাবা ! আপনাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এই শরীর দ্বারা এদিক ওদিক অনেক ঘুরে বেরিয়েছি। আপনাকে খুঁজে পাওয়ার পথ বড় কঠিন। মানুষ এটা নিশ্চয়ই বোঝে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা ভক্তি করে আসছে। তারা বোঝেনা নয়নহীন থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে সর্বাগ্রে জ্ঞান নিতে হবে। ভক্তিমার্গের নিয়ম হলো ভক্তি করা আর বিভ্রান্তির প্রস্তরখণ্ডে হোঁচট খাওয়া। অর্ধকল্প ধরে মানুষ এইভাবে হোঁচট খেতে থাকে। তোমরা এখন সংশয়মুক্ত হয়েছ। তোমরা না ভক্তি করো আর না-ই শাস্ত্র পড়ো। ভগবানকে যখন পেয়ে গেছ, তবে আর কেন তোমরা সেসব করবে ? কেন আমরা বিভ্রান্তিতে হাতড়ে বেড়াবো যখন স্বয়ং ভগবানকে খুঁজে পেয়েছি, যিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ! ভগবান যখন আসবেন তিনি অবশ্যই সবাইকে তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সবাই ঠোকর খাচ্ছে তবুও আবার পরস্পর পরস্পরকে আশীর্বাদও করে যাচ্ছে, কিন্তু তারা কিছু বোঝেনা। তারা বিশ্বাস করে, পোপ অথবা অন্যান্য গুরুরা এসে ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা বলে দেবেন। কিন্তু গুরুরা নিজেরা সেই পথ জানেনা, সুতরাং তারা কিভাবে অন্যদের সেই পথের দিশা দেখাবে ! এমনকি তারা যখন ব্লেসিংস দেয়, তারা বলে, ভগবানকে স্মরণ করো ! বলো রাম , রাম ! উদাহরণস্বরূপ, যখন তোমরা রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করো অমুক জায়গাটা কোথায়, তখন সে বলবে এই রাস্তা বরাবর সোজা গেলে, আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। সে বলবেনা যে, আসুন, আমি সঙ্গে করে পৌঁছে দিচ্ছি সেখানে। তুমি রাস্তা জানতে চেয়েছ আর তারা তা' তোমাকে বলে দিয়েছে, কিন্তু তবুও তোমার সাথে একজন গাইড প্রয়োজন। গাইড ছাড়া তুমি হারিয়ে ফেলবে, যেমন জঙ্গলের মধ্যে ফগের(কুহেলিকায়) কারণে একদিন তুমি সব হারিয়েছিলে ! এই মায়ার ফগ্ অত্যন্ত বলশালী। যারা জাহাজ চালায় তারা ফগের(কুয়াশা) কারণে কিছু দেখতে পায়না, সেইজন্যে তারা খুব সতর্ক থাকে। তেমনই, এই মায়ার ফগের(কুহেলিকা) জন্য কেউ পথের ঠিকানা জানেনা। তারা ক্রমাগত জপ, তপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবানকে পাওয়ার জন্য তোমরা ভক্তি

করছ । তোমরা নানারকম মত্ অনুসরণ করছ, যেমন তোমাদের সঙ্গ তেমন তোমাদের রং । প্রত্যেক জন্মে তোমরা গুরুর শরণাপন্ন হও । এখন তোমরা বাচ্চারা সদগুরু খুঁজে পেয়েছ । তিনি নিজে বলেন, প্রতি কল্পে আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই আর তারপরে তোমাদের বিষ্ণুপুরীতে পাঠিয়ে দিই ।

আমরা এখন বাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি । উদাহরণস্বরূপ, কোনও গুরু বা পণ্ডিত ইত্যাদিগণ এসে এই জ্ঞান নিয়ে অন্যকে বলেন 'মনমনাভব' , শিববাবাকে স্মরণ করো, তবে তাঁদের শিষ্য ইত্যাদিগণ তাঁদের জিজ্ঞেস করে তিনি এই জ্ঞান কোথা থেকে পেয়েছেন ! শিষ্যরা তত্ক্ষণাত্ বুঝে নেবে যে, গুরু অন্য পথ অবলম্বন করেছেন । তাঁর রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে; তাঁর প্রতি মানুষের যে আস্থা তাও শেষ হয়ে যাবে । তারা বলবে, আপনি ব্রহ্মাকুমারীদের থেকে জ্ঞান নিয়েছেন, তবে আমরাও তাঁদের কাছে যেতে পারি ! গুরুরা নিজেরাও বলেন, শিষ্যরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে । কোথা থেকে আমাদের জীবিকানির্বাহের উপায় হবে ! আমাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে ! আমাদের সমস্ত সম্মান নষ্ট হবে । এখানে সাতদিনের জন্য তোমাদের ভাট্টিতে অর্থাত্ কঠোর পরীক্ষার মধ্যে রেখে তারপর তোমাদের সবরকম কাজ করতে বলা হবে, রুটি করো, এই করো ! সন্ন্যাসীরাও, তাঁদের কাছে যারা আসে তাদের দিয়ে এইসব কাজ করান যাতে দেহ-অভিমান চূর্ণ হয়ে যায় । এই পরিস্থিতিতে কারও কারও পক্ষে এখানে থাকাটা খুব কঠিন হয়ে যায় । দ্বিতীয়তঃ, সর্বাগ্রে, যারা বাইরে থেকে আসে তাদেরকে বাবার পরিচয় দিয়ে বলো যে, তোমরা মাতাপিতার থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছ । বাবা, বিশ্বের রচয়িতা । আমাদের এইম্ অবজেক্ট হলো সাধারণ মানুষ থেকে নারায়ণ হওয়া । যদি তোমরা এখানে প্রবেশের অনুমতি চাও, তোমাদের এখানে এসে ৭/৮ দিনের পড়া পড়তে হবে । কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন । সহজে গর্বের পাহাড় কেউ ভাঙতে পারেনা । সেইরকম মানুষজন এখানে তাড়াতাড়ি আসতে পারেনা । বাবা বোঝান যে, তোমরা ভাই-বোন । তোমরা একে অপরকে বোঝাতে পারো । উদাহরণস্বরূপ যেমন, কোনও বাচ্চা খুব ভালো সার্ভিস করত, অনেককে বুঝিয়েছিল, এখন বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান । তিনি ডিরেক্ট আমাদের পড়াতে পারেননা । বাবা বলেন, ব্রহ্মা দ্বারা আমি স্থাপনা করি । আমি রাজযোগ শেখাই । কারও ব্রহ্মার হাত ছেড়ে দেওয়ার অর্থ শিববাবার হাত ছেড়ে দেওয়া । এই সম্বন্ধে ভেবে দেখ, কেন অমুক-অমুক ব্যক্তি বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে ? সৌভাগ্যবান হওয়ার পরিবর্তে কেন তোমরা ভাগ্যহীন হচ্ছ ? তোমরা নিশ্চয়ই বোনেদের প্রতি অভিমান করে মুখ কালো করে আছ ! তোমরা যে বিশ্বের বিশাল ধনভাণ্ডার নিচ্ছিলে, তার কি হলো ? বাবা তোমাদের পড়াচ্ছিলেন, তিনি কি তোমাদের কিছু বলেছেন যে তোমরা পড়াশোনা বন্ধ করে হতভাগ্য হয়েছ ? বাবা বলতেও পারেন, কেন তোমরা রাজযোগের পড়া ছেড়ে দিয়েছ ? যারা এই জ্ঞানে আশ্চর্য হয়ে যেত তোমরাও এখন তাদের সারিতে ! বাবার হয়ে, অন্যদের জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তারপর তোমরা উধাও হয়ে গেলে ! তোমরা তোমাদের ভাগ্য-উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছ । যথোচিত সময়ে তোমাদের উচিত্ তাদের পত্র লেখা । হতে পারে, তোমাদের চিঠি পড়ে তারা আবার সচেতন হবে । পতনোন্মুখ যারা তাদের বাঁচাতে হবে । ডুবন্ত ব্যক্তিকে যে বাঁচায় তাঁকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানানো হয় । এটাও কাউকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানো । এই সবই জ্ঞানের বিষয়বস্তু । তোমাদের লেখা উচিত্, তোমরা কাণ্ডারীর হাত ছেড়ে দিয়ে এখন ডুবে যাচ্ছ । সাঁতারুরা জানে, বিপদের মধ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও কিভাবে সাঁতরে অন্যদের বাঁচানো যায় । কেউ জানেনা, কিভাবে ভালোভাবে সাঁতরানো যায়, কিভাবে ভালো সাঁতারু হওয়া যায় ! না জানলে সব কিছু

খোয়াতে হবে । *কাউকে ডুবতে দেখলে তাকে ১০-২০ টা চিঠি লেখো, এটা কোনও ইনসাল্ট নয়* । তোমরা এত সময় ধরে বাবার হাত ধরে থেকে অন্যদের বুঝিয়েছ, তারপরেও কিভাবে তোমরা ডুবে যাচ্ছ ? সস্নেহে তাদের লেখো, বোন , তোমরা রাজযোগ শিখেছ পার হতে, কিন্তু তোমরা তো এখন ডুবে যাচ্ছ ! দয়া হলে বেচারাকে বাঁচাবে । তারপর কেউ নিজেকে বাঁচাবে কি বাঁচাবেনা সেটা তার ভাগ্য ! দ্বিতীয়তঃ, প্রদর্শনীতে মানুষ তাদের ওপিনিয়ন লিখে বলে, এখানে তোমরা সাধারণ নর থেকে নারায়ণে পরিবর্তিত হওয়ার পথ দেখিয়েছ । এই রাজযোগ খুব ভালো । তারা এটা লেখে অথচ বাইরে যেতেই তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায় । সেই কারণে তারা যখন কিছু লেখে, সেই আরব্ধ (আরম্ভ করা হয়েছে) আলোচনা তোমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত্ এবং বলা উচিত্ যে, তোমরা তোমাদের ওপিনিয়ন দিয়েছিলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কি করেছ ? না তোমরা নিজেদের লাভবান করেছ না অন্যদের ! সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতাপিতার পরিচয় দেওয়া । এইজন্য বাবা তাদের জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নাবলী বানিয়েছেন, তাদের জিজ্ঞেস করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁর থেকে তারা কোন্ উত্তরাধিকার পাচ্ছে ? তোমাদের উচিত্ এইসব তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া । তোমরা প্রদর্শনীর সব বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তাদের দিয়ে কিছু লেখালে আর কোনও লাভ হয়না । মুখ্য কথা হল মাতাপিতার পরিচয় দিতে হবে । যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো তবে তা' লেখো । তা না হলে, ধরে নেওয়া হবে যে, তোমরা কিছু বুঝতে পারনি । তোমাদের উচিত্ গভীরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে তারপরে তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যে, সত্যকারে এঁরা জগদম্বা এবং জগত্ পিতা । তাদের লেখা উচিত্ তারা বাবার থেকে সত্যিকারে বরসা প্রাপ্ত করছে । যখন তারা এটা লিখে দেবে, তখনই বুঝবে যে, তোমরা কিছু সার্ভিস করেছ । তারপরে যদি তারা না আসে তবে তাদের চিঠি লিখতে হবে, যদি এঁনারা সত্যিকারে জগদম্বা আর জগত্ পিতা হন তবে বরসা নিতে কেন আসছ না ! মৃত্যু তো হঠাত্ করে আসবে । তোমাদের মেহনত করা উচিত্ । একটা প্রদর্শনী করে, তার থেকে যদি দু'-চারজন বেরিয়ে আসেও তাতে লাভ কি হবে ? তোমাদের বাচ্চাদের মেহনত করতে হবে । যদি কেউ আসা বন্ধ করে, তোমাদের উচিত্ তাকে চিঠিতে জানানো যে, তোমরা বেহদের বাবার থেকে বিশ্বের মালিকানা নিতে নিতে মায়া তোমাদের মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলেছে । তোমরা বাবার পক্ষ ছেড়ে দিয়েছ । এইভাবে তোমরা তোমাদের পদ বিনষ্ট করছ । *কেউ অবচেতন হলে, যারা মহাবীর, তারা তত্ক্ষণাত্ তাকে সঞ্জীবনী বুটি দেবে । মায়া তার নাক ধরে নিজের আয়ত্বাধীন করে নেয়, সুতরাং, তাকে রক্ষা করো । একমাত্র যখন তোমরা সেইরকম মেহনত করবে তখনই কোটি কোটির মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেরোবে* । তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে, স্যাপলিং কেমন শেকড়ের ! কন্যারা লেখে যে, তাদের গলা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তবুও তোমাদের উচিত্ নয় অধিক বিস্তারে ব'লে নিজের অধিকারভুক্ত করা । সর্বাগ্রে মুখ্য বিষয়ে বুঝিয়ে তাদের দিয়ে লিখিয়ে নাও তারপরে অন্য কথায় যাবে । তোমাদের উচিত্ ত্রিমূর্তির চিত্র খুব ভালোভাবে বোঝানো । তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, তিনি তোমাদের মাতাপিতা, সুতরাং তোমাদের তাঁর থেকে বিশ্বের ধনভাণ্ডার লাভ হবে । এটা কোনও সমস্যা নয় কার কতো বয়স হয়েছে, সে এই শব্দদুটো সবাইকে বোঝাতে পারে । এমনকি তোমরা যদি এই শব্দদুটো না ধারণ করতে পারো তবে বাবা বুঝবেন তোমরা কোথাও কোনও অর্থহীন কথার জালে জড়িয়ে গেছ । অবশ্যই তোমরা মুখে বেশী কথা বলবে না । শুধুমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো । উত্তরাধিকার বিষ্ণুপুরীর, যেখানকার তোমরা মালিক হবে । বাবা যেমন তোমাদের বোঝান তেমনই তিনি সবকিছু সহজ করে দেন । কোনও সমস্যা নেই যে, তারা কি পছন্দ করে, তারা পাথরবুদ্ধির কিনা অথবা কুঁজো কিনা, তারাও উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে । কেবল শ্রীমত্ অনুসরণ করো । আত্ম-অভিমানী হওয়া সহজ । কারও

যদি কোনও গৃহস্থালি সংক্রান্ত কাজকর্ম কিছু না থাকে আর সে যদি একা হয় তাহলে সে অনেক সার্ভিস করতে পারে । কয়েকজনের দেহ-অভিমান খুব । মোহজালের তার ছিঁড়তে চায় না । যারা দেহী-অভিমানী তাদের দেহের প্রতি কোনও মোহ থাকেনা । বাবা তোমাদের কার্য সাধনের নিয়ম বলে দেন । তিনি বলেন, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো । এই পুরনো দুনিয়া থেকে তোমাদের মমত্ববোধ সরিয়ে নিতে হবে । এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করা উচিত্ । বর্সাকে স্মরণ করলে রচয়িতা বাবাও স্মরণে আসবে । এটা অনেক সহজ উপার্জন, নিজে করো আর অন্যকেও উত্সাহ দাও । মা-বাবা তাঁদের বাচ্চাদের উপযুক্ত বানান আর বাচ্চাদের কর্তব্য মা-বাবার দেখাশোনা করা, অতএব, মা-বাবা মুক্ত হয়ে যায় । এখানে এমন অনেকে আছে যারা মোহবশে আছে । অনেকের নিজের সন্তান নেই কিন্তু পালিত সন্তানের প্রতি মোহ থাকে তখন তারা আর পদ পায়না । সার্ভিসের পরিবর্তে তারা ডিসসার্ভিস করে ফেলে । তাদের নিশ্চয় করতে হবে যে তিনি তাদের পিতা, প্রদর্শনীতে মুখ্য বিষয় বোঝাতে হবে, রাজযোগের মাধ্যমে তাঁর থেকে তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করছ । কিভাবে নতুন দুনিয়া রচিত হয় ! কিভাবে আমরা মালিক হই, এটাই এইম অবজেক্ট । যতই হোক, কিছু কিছু বাচ্চা পুরো বোঝায় না । বাচ্চারা তোমাদের রাতদিন খুশিতে থাকা উচিত্ যে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । সেখানে তোমাদের মতো অর্থাত্ ঈশ্বরীয় সন্তানদের মতো বিষ্ণুর সন্তানদের এত খুশি থাকেনা । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, এরপরে তোমরা বিষ্ণুর সন্তান হবে কিন্তু এখনকার খুশি বেশী । ঈশ্বরীয় সন্তানদের থেকে দেবতাদের অধিক শ্রেষ্ঠ বলা হয়না । সুতরাং, ঈশ্বরীয় সন্তানদের কতো খুশি হওয়া উচিত্ ! কিন্তু তবুও এখান থেকে ছেড়ে চলে গেলে মায়া তোমাদের সবকিছু একেবারে ভুলিয়ে দেবে । তখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের ভাগ্যে রাজত্ব নেই । তোমাদের অনেক মেহনত করা উচিত্ । মায়া এমনই যে তত্ক্ষণাত্ চপেটাঘাত ক'রে তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে দেয় । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১)তোমরা মোহ বন্ধনের তার ছিন্ন করে এবং তোমাদের পুরানো শরীর এবং পুরানো দুনিয়া থেকে সমস্ত আসক্তি দূরে সরিয়ে সার্ভিসে নিজেরা নিযুক্ত হও । বাবাকে আর বাবার বর্সাকে স্মরণ করো এবং উপার্জন সঞ্চয় করো ।

২) ভালো সাঁতারু হয়ে সকলকে পারে নিয়ে যাওয়ার সার্ভিস করো । শ্রীমত্ অনুসরণ করো এবং বুদ্ধিকে অর্থহীন কথায় নিয়োজিত কোরো না ।

বরদানঃ- এক বল এক ভরসায় থেকে পরিবর্তনের সবরকম পরিস্থিতিতে একরস স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বশক্তিসম্পন্ন ভব

এক বল, এক ভরসায় থাকা আত্মা সর্বদা একরস স্থিতিতে স্থিত হবে । একরস স্থিতি অর্থাত্ সদা অচল, অস্থির নয় । এক বাবার দ্বারা সর্বশক্তি প্রাপ্ত করে সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকলে আত্মা যে

কোনও পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে অচল থাকতে পারে । একরস স্থিতির অর্থই হলো একের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রস আস্বাদন অনুভব করা । তাকে আর কোনও সম্বন্ধ আকৃষ্ট করতে পারেনা ।

শ্লোগানঃ- বেহদ সেবার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রাখার অর্থই হল বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।